

## ক্রস বর্ডার বম্বিং ও মুক্তমনার সমস্যা (??!!)

প্রদীপ দেব

১

ক্রস বর্ডার সন্ত্রাস দূর করার একটি উপায় বের করেছেন বৈজ্ঞানিক (!) যুক্তিবাদী (!! ) সম্পাদক (!!!) মানবতাবাদী (!!!!!) ডঃ বিপ্লব পাল। তাঁকে ‘মানবতাবাদী’ বলাতে তিনি রাগ করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। কারণ তিনি তাঁর লেখায় কখনো কখনো মানবতাবাদী, আবার কখনো কখনো মানবতাবাদী-নন বলে নিজেকে দাবী করেন। যুক্তির সীমাবদ্ধতা কাটাতে তিনি খুব এপাশ-ওপাশ করেন অনায়াসেই। মুক্তমনা-র পাঠকের মনে আছে হয়তো - এই কিছুদিন আগে তিনি ফারাঙ্কা বাঁধের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধান প্রায় করেই ফেলেছিলেন। নেহায়েত তাঁর আস্থানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে কেউ দরখাস্ত পাঠায়নি বলেই তা করা হয়ে ওঠেনি। তারপর তিনি কুতর্ক শুরু করেছিলেন ডঃ জাফর উল্লাহর সাথে। মুক্তমনার সাথে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম। এটা আমার ব্যক্তিগত স্বস্তি। কারণ কাজের চেয়ে কথা যাঁদের বেশি - তাঁরা আমার কাছে অস্বস্তিকর।

কিন্তু না, তিনি ফিরে এসেছেন এবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দূর করার কাজে। করতে পারলে অবশ্যই ভালো কাজ। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাঁর প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে। ডঃ পাল মনে করেন - বোমা মারা আইনসিদ্ধ হওয়া উচিত। শুরুটা হয়েছে মুম্বাইতে সাম্প্রতিক বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায়। ডঃ পাল কীভাবে যেন জেনে গেছেন যে - বোমা ফাটিয়েছে যারা তারা বেড়েছে বাংলাদেশে। সুতরাং ভারতের উচিত বাংলাদেশে বোমা ফেলা। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বাংলাদেশীদের কাছে তা ভালো লাগার কথা নয়। পরে ডঃ পাল সংযোজনী দিয়েছেন তাঁর কথায় - তা হলো ভারতেও যদি বাংলাদেশ বিরোধী সংগঠন থাকে - তাহলে বাংলাদেশেরও অধিকার আছে ভারতে বোমা ফেলার। ‘অধিকার’ শব্দটি বড় শক্ত শব্দ। মানবিক অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার ইত্যাদির কথা জানি। কিন্তু বোমা মারার অধিকার! অবশ্যই নতুন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বটে! (ডঃ পাল প্যাটেন্ট করিয়ে নিতে পারেন)। বোমাতো কেউ ভালোবেসে মারে না। বোমা মারার অর্থ হলো যুদ্ধ শুরু করা। বিপ্লব পালের বৈপ্লবিক যুক্তিতে সাড়া দিলে পৃথিবীর সব দেশই অন্যদেশের ওপর বোমা ফেলার অধিকার পেয়ে যাবে। বোমা মেরে মানুষ মেরে বলা হবে - সন্ত্রাসের ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ হত্যা আইনসিদ্ধ হবে!!

বোমার আঘাতে সবসময়ই মারা যায় নিরীহ বেসামরিক নির্দোষ মানুষ। ইসরায়েল বোমা মেরে সাধারণ মানুষ মারতে শুরু করেছে, ঘরবাড়ি নষ্ট করেছে - এখানেই আপত্তি সবার। এ যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী জানানোর অর্থ এই নয় যে আমরা সন্ত্রাসীদের সমর্থন করছি। ডঃ পাল বোদ্ধা ব্যক্তি। বোঝেন সবকিছু। নিজেকে স্মার্ট ভাবার ‘অধিকার’ তাঁর আছে। কিন্তু অন্যদের স্টুপিড ভাবার ‘অধিকার’ তাঁর আছে কি? সুখের কথা হলো - ডঃ পালের অন্তঃসারশূন্য কথায় ভারতের নীতিনির্ধারকদের কেউ কান দেন না কখনো। কোন আন্তর্জাতিক সীমান্তে নয়, আসলে ডঃ পালের দৌড় আন্তর্জালের সীমানা পর্যন্তই।

২

মুক্তমনায় অর্ণব দত্ত’র লেখা সাম্প্রতিক একটি চিঠির শেষ লাইন এরকম “আশা করি, মুক্ত-মনার সমস্যা শীঘ্রই মিটবে”। একটু খটকা লাগলো মনে। মুক্তমনার কোন সমস্যার কথা বোঝাচ্ছেন অর্ণব?

মুক্তমনাদের সমস্যাতো অনেক। মনকে সার্বক্ষণিক মুক্ত রাখার ঝামেলা কম নয়। নিতান্ত অযৌক্তিক অন্যায্য কথাকেও মন দিয়ে শুনতে হয় তাদের। আর প্রায় সবসময়ই নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগের উর্ধ্বে ধরে রাখতে হয়। একই কথা বারবার বলে বোঝাতে হয় (যেমন তানবীরা তালুকদার বার বার ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন যে, কুপমডুক হয়ে থাকলে কোন পরিবর্তনই চোখে এসে আছড়ে পড়বে না। ভাষার বিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন, এগুলো সময়ের নিয়মেই ঘটে চলেছে।), কিছুদিন পরপর মুক্তমনার বেশধারী বন্ধ-মনাদের সংঘাত সামলাতে হয়।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অর্ণব বোঝাতে চেয়েছেন মুক্তমনা ফোরামের সমস্যার কথা। তাঁর ধারণা হয়েছে 'মুক্তমনা' কোন সমস্যায় পড়েছে। বেশ কিছুদিন থেকে মুক্তমনা সাইটের প্রথম পাতা আপডেট করা হচ্ছে না। সম্পাদক অভিজিৎ রায় তাঁর পিএইচডি থিসিস লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি সময় দিতে পারছেন না। কিন্তু তাতে মূল ফোরামের কোন সমস্যা হচ্ছে না। ফোরাম সম্পাদকরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। না অর্ণব, যে সমস্যার কথা আপনি বোঝাতে চেয়েছেন - মুক্তমনার সেরকম কোন সমস্যা নেই। তবুও ধন্যবাদ আপনার শুভ-আশার জন্য।

২৮ জুলাই, ২০০৬  
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া